ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে চলা গণ-আন্দোলনের সমর্থনে ও সংহতিতে এবং এর সম্পর্কিত খবরাখবর তথা বিশ্লেষণ তুলে ধরতে কিছু শিক্ষাবিদ ও সামাজিক আন্দোলনের কর্মীদের উদ্যোগে গঠিত হয় সংহতি (**www.sanhati.com**)। ভারত সরকার সম্প্রতি যে ভারতেরই অভ্যন্তরে সামরিক অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার বিরুদ্ধে বিশ্ব জুড়ে প্রতিবাদ সংগঠিত করতে চায় সংহতি। নিম্নোক্ত প্রতিবাদ-পত্রটি ভারতের গণ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের সাথে আলোচনাক্রমে রচিত ও সাক্ষরকারী সকলের কাছে প্রচারিত।

প্রতি

ড: মনমোহন সিংহ
প্রধানমন্ত্রী
ভারত সরকার
সাউথ ব্লক, রাইসিনা হিল
নয়াদিল্লি - ১১০০১১

অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিস্‌গড়, ঝাড়খন্ড, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী অধ্যুষিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আধাসামরিক বাহিনী ও সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে যে অভূতপূর্ব আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা ভারত সরকার গ্রহণ করেছে তাতে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। এই আগ্রাসনের ঘোষিত উদ্দেশ্য হল মাওবাদী বিপ্লবীদের কাছ থেকে হৃত জমি পুনরুদ্ধার। অথচ, এর ফলে দেশের সবচেয়ে গরীব বহু লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়বে, বিপুল সংখ্যক মানুষ বাস্তুচ্যুত হবেন, এবং মানবাধিকার নির্বিচারে খর্বিত হবে। বিদ্রোহ দমনের অছিলায় দেশের প্রান্তিক মানুষের উপর এই বর্বরোচিত আক্রমণ যেমন নিষ্ঠুর, তেমনই ক্ষতিকর। পুলিশ, বিশেষ বাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনীর সাঁড়াশি আক্রমণ এবং সরকারী মদতপুষ্ট সশস্ত্র বিদ্রোহ-বিরোধী অসামরিক বাহিনীর অত্যাচারের ফলে যে গৃহ্‌যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে ছত্তিস্‌গড় ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু এলাকায় শতাধিক মানুষ মারা গিয়েছেন ও হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন। প্রস্তাবিত সামরিক অভিযানের ফলে কেবল যে আদিবাসী মানুষদের দারিদ্র্য, ক্ষুধা, লাঞ্ছনা ও অসহায়তা বৃদ্ধি পাবে তাই নয়, তা দেশের আরো ব্যাপক অঞ্চলকে গ্রাস করবে।

নব্বই-এর দশকের গোড়া থেকেই যে নয়া-উদারনীতি নির্দেশিত শাসন-পরিকল্পনা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তাতে এক দিকে যেমন আদিবাসী সমাজ অভাবনীয় দারিদ্র্য ও জীবনযন্ত্রণা ভোগ করে চলেছে, তেমনই রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ক্রমাগত বেড়েছে। জঙ্গল, জমি, নদী, মাঠ, কুয়ো বা এ জাতীয় সামাজিক সম্পত্তির উপর আদিবাসীদের যেটুকু এক্তিয়ার ছিল তাও ক্রমশ আক্রান্ত হয়েছে কখনো খনি, শিল্প বা তথ্য-প্রযুক্তি পার্ক স্থাপনের মতো 'উন্নয়নমূলক' কাজের কারণে, কখনো বা তা বিশেষ আর্থিক অঞ্চল বা এস-ই-জেড বানাবার প্রয়োজনে। সরকার দেশের যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে, তা খনিজ, বনজ, জলজ সম্পদে সমৃদ্ধ এবং এর উপর বহুজাতিক কর্পোরেশন-গুলির নজর বহুদিন ধরেই আছে। নিজেদের শেষ সম্বলটুকু রক্ষা করতে গিয়ে এই সমস্ত এলাকার অধিবাসীরা যে মরনপণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন তাতে কিছুটা হলেও সরকারী মদতপুষ্ট কর্পোরেশন-গুলি পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের আশংকা যে এই বর্তমান যুদ্ধঘোষনা অনেকাংশেই এই বহুজাতিক সংস্থাগুলির অবাধ লুন্ঠনের পথ প্রশস্ত করার জন্য। যে রাজনৈতিক হিংসা, ক্ষোভ ও অস্থিরতা আজ দেখা যাচ্ছে তা একদিকে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বিভেদ, অন্যদিকে গরীব ও প্রান্তিক মানুষের ন্যায়সঙ্গত অহিংস প্রতিবাদের প্রতি চরম উদাসীনতা বা তার রাষ্ট্রীয় দমনের কারণে। অথচ, সমস্যার মূলে গিয়ে তার সমাধানের চেষ্টা না করে ভারতের রাষ্ট্রশক্তি এর সামরিক সমাধানে ব্যস্ত। 'গরীবি হঠাও' এর বদলে 'গরীব হঠাও' হয়ে উঠেছে তার কাজের মূলমন্ত্র।

দেশের জনগণের বাস্তবিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা না করে তাদের উপর সামরিক আক্রমণ চালান ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিতে চরম আঘাত হানা হবে। এই সামরিক অভিযানের সাময়িক সাফল্যের নিশ্চয়তা সন্দেহাতীত না হলেও সাধারণ মানুষের উপর

তার অভিঘাত নিঃসন্দেহে খুবই বিপর্যয়কারী হবে - পৃথিবীর বিভিন্ন বিদ্রোহ-আন্দোলনের ইতিহাস তাই প্রমাণ করে। ভারত সরকারের কাছে তাই আমাদের অনুরোধ যে তারা যেন অবিলম্বে সেনা প্রত্যাহার করে ও এই জাতীয় সামরিক অভিযান - যার ফলে গৃহযুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে দেশের সবচেয়ে গরীব মানুষগুলির দুর্দশা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে তথা বহুজাতিক কর্তৃক প্রাকৃতিক সম্পদের অবাধ লুন্ঠনের পথ প্রশস্ত করবে - এই পরিকল্পনা বাতিল করে। আমরা সকল গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে এই আবেদনের শরিক হতে আহ্বান জানাচ্ছি।

অরুন্ধতী রায় (লেখক/সামাজিক আন্দোলনের কর্মী, ভারত)
অমিত ভাদুড়ি (জে এন ইউ, ভারত)
সন্দীপ পান্ডে (সামাজিক আন্দোলনের কর্মী, এন এ পি এম, ভারত)
মনোরঞ্জন মোহান্তি (সি এস ডি, দিল্লি ইউনিভার্সিটি, ভারত)
প্রশান্ত ভূষণ (আইনজীবী, ভারতের সুপ্রীম কোর্ট, ভারত)
নন্দিনী সুন্দর (দিল্লি ইউনিভার্সিটি, ভারত)
কলিন গনসাল্‌ভেস (আইনজীবী, ভারতের সুপ্রীম কোর্ট)
অরভিন্দ কেজরিওয়াল (সামাজিক আন্দোলনের কর্মী, ভারত)
হরি কুঞ্জরু (লেখক, ভারত)
দীপঙ্কর ভট্টাচার্য (সি পি আই এম এল - লিবারেশন)
বার্নাড ডে'মেলো (সম্পাদক, ই পি ডাব্ল, ভারতু)
স্বপ্না ব্যানার্জী-গুহ (টি আই এস এস, ভারত)
গৌতম নভলখা (আমন্ত্রিত সম্পাদক, ই পি ডাব্ল, ভারতু)
ঊমা চক্রবর্তী (দিল্লি ইউনিভার্সিটি, ভারত)
আনন্দ চক্রবর্তী (দিল্লি ইউনিভার্সিটি, ভারত)
মধু ভাদুড়ি (প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত, ভারত)
আনন্দ পট্টবর্ধন (চিত্র-পরিচালক, ভারত)
সুমিত সরকার (অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ইতিহাস, ভারত)
তনিকা সরকার (অধ্যাপক, ইতিহাস, জে এন ইউ)
অরুন্ধতী ধুরু (সামাজিক আন্দোলনের কর্মী, এন এ পি এম, ভারত)
সুমন্ত ব্যানার্জী (লেখক, ভারত)
নাজীব মুবারকি (সহ-সম্পাদক, ইকোনমিক টাইম্‌স, ভারত)
সুভাষ গাটাদে (লেখক/সামাজিক আন্দোলনের কর্মী, ভারত)

নোম চোমস্কি (এম আই টি, আমেরিকা)
ডেভিড হার্ভে (সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক, আমেরিকা)
মাইকেল লেবোউইৎজ (সিমন ফ্রেসর ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা)
জন বেলামি ফস্টার (সম্পাদক, মান্থলি রিভিউ, আমেরিকা)
গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক (কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা)
হাওয়ার্ড জিন (ঐতিহাসিক, নাট্যকার, সামাজিক আন্দোলনের কর্মী, আমেরিকা)
জেমস সি স্কট (ইয়েল ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা)
মাইকেল ওয়াটস (ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলে, আমেরিকা)
মাহমুদ মামদানি (কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা)
মীরা নায়ার (চিত্র-পরিচালক, আমেরিকা)
আভা সুর (এম আই টি, আমেরিকা)
রিচার্ড পীট (সম্পাদক, হিউম্যান জিওগ্র্যাফি, আমেরিকা)
গিলবার্ট আচকার (ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন, ইউ কে)

মাসিমো ডে অ্যাঞ্জেলিস (ইউনিভার্সিটি অফ ইস্ট লন্ডন, ইউ কে)
জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে (এমোরি ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা)
ব্রায়ান স্ট্রস (ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস, অস্টিন, আমেরিকা)
জে মোহন রাও (ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেট্স, এমহার্স্ট, আমেরিকা)
হালুক জের্গার (রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ, তুরস্ক)
ভিনয় লল (ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, লস এঞ্জেলেস, আমেরিকা)
বিজু ম্যাথিউ (রাইডার ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা)
জাস্টিন পোদুর (সাংবাদিক, ক্যানাডা)
অরিন্দম দত্ত (এম আই টি, আমেরিকা)

এবং আরো ১১০ সাক্ষকারী।